দৈনিক ইত্তেফাক
NOV. 20 2002

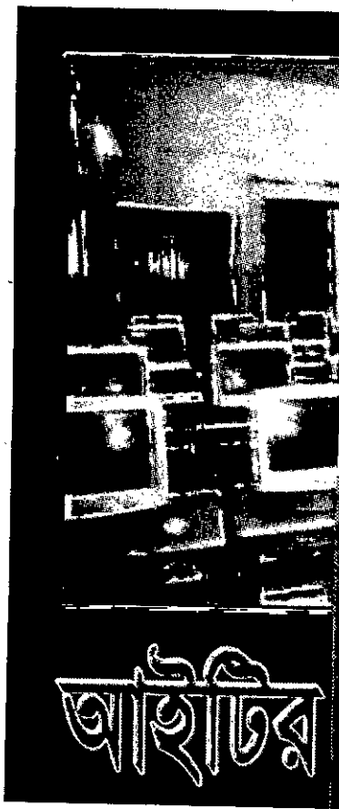

আইটির

বাংলাদেশে কম্পিউটার স্বাধীনতার প
সাধারণ মানুষের মধ্যে কম্পিউটারের
মোটামুটিভাবে ৯০-এর দশকে।
আগ্রহের দরুন আইটিকে সিরিয়াসলি পেশা হি
খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৯৭ সালে তৎকালী
দশ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির আহবান এবং এ
বিদেশী নামী আইটি এডুকেশন সেন্টারকে
আনার অনুমতি দেবার পরপরই মোটামুটি
তরুণ সমাজে ব্যাপারটি আলোড়ন তোলে।
যারা তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গনে কাজ করতেন তাদের
এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে।
ফলে ট্রেনিং নিয়েই আইটি অঙ্গনে একজন প্র
–এ ধারণা গড়ে ওঠে দেশের বিভিন্ন স্তরের
শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি
নিয়ে আইটিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে –এই ধ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারও সে স
প্রতিষ্ঠানগুলোকে এদেশে কার্যক্রম পরিচাল
দেদারসে। ফলে খুব অল্প সময়েই ব্যাঙের ছ
উঠতে থাকে আইটি এডুকেশন সেন্টার।
প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশী উদ্যোক্তারাও
সেন্টার। এদের মধ্যে অনেকগুলোই এক স
ছিল।
একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে কোচিং সেন্ট
পরপরই আইটি ট্রেনিং সেন্টারের ক্রেজটি দা
পড়ে। প্রমাণ এই পত্রিকারই পাতা। কয়ে
পত্রিকার পাতা জুড়ে থাকত কোচিং সেন্ট
বিজ্ঞাপন। আর আইটি ট্রেনিংয়ের ক্রেজ আস
পাতাগুলোয় ভরে উঠতে থাকে নানা সুন্দর-
বাক্যে তৈরী আইটি ট্রেনিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন।
পত্রিকাতে খুজলে কিন্তু সে আকৃতির কোন বিজ
না-যদিও বা পাওয়া যেতে পারে – তা হবে

কিডনী বিকল

ভাগ ক্ষেত্রে জ্বর, শরীর ফ্যাকাশে, বমি এবং রক্তচাপ কমে যায়।
কিডনীর ছাঁকনির প্রদাহজনিত কারণে আকস্মিক কিডনী বিকল হলে সম্পূর্ণ শরীর ফুলে যেতে পারে। শরীর ফ্যাকাশে, নিস্তেজ ভাব ও প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয়। রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে অথবা বৃদ্ধি পায় শরীরে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন রোগীর শ্বাস কষ্ট হতে পারে।
যে কোন কারণে জীবাণুজনিত ইনফেকশন এবং যে কোন সড়ক বা যান্ত্রিক দুর্ঘটনার কারণে আকস্মিক কিডনী বিকল হলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার দরুন আকস্মিক কিডনী

বিকল হলে কিডনী ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংগে পাশ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যেতে পারে। যেমনঃ মুখমন্ডলে ঘা, হলদে চোখ, চামড়ায় বিভিন্ন রকমের র‍্যাস বা প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীর ফুলে যেতে পারে প্রস্রাব কমে যায়, রক্তচাপ স্বাভাবিক অথবা কমে যেতে পারে। বিষধর সাপের কামড়, অগ্নিদগ্ধ অথবা ইলেকট্রিক শকের কারণেও অকস্মিক কিডনী বিকল হওয়ার মত মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে। যেমন হতে পারে শরীরে রক্ত দেবার সময় যদি সঠিক রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে রক্ত দেয়া না হয়।
রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষাসমূহঃ
আকস্মিক কিডনী বিকল সন্দেহ করার সংগে সংগে রোগীকে উপযুক্ত পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। কেননা আকস্মিক কিডনী বিকল হওয়ার পর প্রতিটি ঘন্টা রোগীর জন্য মূল্যবান। রোগী দেখার সংগে সংগে রোগীর রোগ সংক্রান্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করে কি কারণে কিডনী বিকল হয়েছে তা নিরূপণ করা উচিত। ত্বরিত গতিতে রক্তের ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড এবং বাইকার্বনেট পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।
এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কিডনীর কার্যকারিতা কতখানি লোপ পেয়েছে তা নির্ণয় করা যায়। সুতরাং পরীক্ষা ছাড়া আকস্মিক কিডনী বিকলের চিকিৎসা কোন পর্যায়েই করা সম্ভব নয়। যদি রোগীর প্রস্রাব একেবারেই বন্ধ না হয়ে যায়, তা হলে সযত্নে প্রসাব সংগ্রহ করে তা তাৎক্ষণিক ভাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো প্রয়োজন। প্রস্রাবে এ্যালবুমিন, সুগার ছাড়াও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শ্বেত কনিকা, লোহিত কনিকা এবং কাষ্ট আছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। কেননা প্রস্রাব পরীক্ষা করে আমরা কিডনীর ছাঁকনির প্রদাহ জনিত রোগ থেকে অন্য কারণে আকস্মিক কিডনী বিকল হয়েছে কিনা তা আলাদা করতে পারি। উন্নত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে প্রস্রাব পরীক্ষা করে প্রস্রাবে কি পরিমাণ ইউরিয়া, সোডিয়াম বা পটাসিয়াম যাচ্ছে তা নিরূপণ করে রাখা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগুলো বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও আলট্রাসনোগ্রাম দ্বারা কিডনীর আকৃতি, পাথর জনিত কারণ, প্রষ্টেটজনিত কারণ নিরূপণ করা হয়। বুকের এক্সরে, পেটের এক্সরে, ইসিজি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন পড়ে। এমনকি রক্তের হিমোগ্লোবিন, শ্বেত-কনিকার পরিমাণ, অনুচক্রিকা (প্লেটেলেট)-এর পরিমাণ, রক্তক্ষরণের অস্বাভাবিকতা, লিভার ফাংশন পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে। এই সমস্ত পরীক্ষা করার পরেও আকস্মিক কিডনী বিকল অবগত হওয়ার জন্য আরও বিশেষ ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজন পড়তে পারে যা কেবলমাত্র উন্নত ধরনের ল্যাবরেটরীতেই করা সম্ভব। যেমন কারো কারো বেলায় রক্তের C_3, C_4, ANF, Anti ds DNA, ANCA ইত্যাদি পরীক্ষা প্রয়োজন সাপেক্ষে করানো হয়। অনেক সময় কিডনী Biopsy করারও দরকার হয়, বিশেষ করে যে সমস্ত রোগীর Acute Nephritis or RPGN-এর কারণে আকস্মিক কিডনী বিকল হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
চিকিৎসা ও প্রতিকারঃ
কি কারণে রোগীর আকস্মিক কিডনী বিকল হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই চিকিৎসা পদ্ধতি ঠিক করা হয়।

❑ ডাঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম সেলিম,
সহযোগী অধ্যাপক,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

হেলথ

দই

সুস্থ

দৈনন্দিন জীবনে
জানলেই
স্বাস্থ্যসম্মত
আর তাই অনেক পা
ঘোল, লাচ্ছি, বুরহানী
কিংবা লাউ মিশিয়ে
খাওয়ার প্রচলন দেখা
ধরনের দই-ই খাওয়া
হলে মিষ্টি দই খাওয়া
দই-এর উপকারিতা
প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য
ক্ষমতা বাড়াতে দই
দই কোষ্ঠকাঠিন্য দূ
রোগীদের জন্য দই উ
ক্ষুধামন্দায় দই মুখে
পেটে গ্যাস হলে দই
ডায়রিয়ায় দই-চিড়া
জাগে।
অকাল বার্ধক্য রোধে
রয়েছে।
মনে রাখা দরকার যে
কাশিতে দই যেমন
মাংস খাবার পরও দই
দেরি নয়, আজ হ
বাসায় তৈরিকৃত দই
খাওয়ার স্পৃহা শুধু গ
দেখবেন, দই ও
খাবারই না খেতে পা

❑ ডাঃ

হাট

অনেক ঝুঁকিপূ
পারে। এসব